সমকাল

তারিখ 29 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার ▶

ভর্তীচ্ছুদের বিড়ম্বনা

আমরা চাইলে অনেক সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করতে পারতাম বা পারি। ওই পারি বা পারতামসম্পর্কিত একটি বিষয় হচ্ছে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যশোর এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তীচ্ছুদের প্রতি বিধাতার দৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। তাই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্তাব্যক্তিরা যথারীতি আগের পথেই হেঁটেছেন। ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের অচিরেই অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাতে হবে। যাদের একটু মেধার জোর বেশি, মনোবল অনেক দৃঢ়, তারা হয়তো ঢাকা, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ক্ষান্ত দেবে।

বাকিদের ওই জো নেই। যে করেই হোক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে—এমন মনোভাব নিয়ে যারা ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তাদের অনেককেই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সারা দেশ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। ঝড়-বৃষ্টি, হরতাল-অবরোধ, পুলিশের টিয়ার শেল-গুলি কোনো কিছুতেই থমকে গেলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ট্রেন মিস করার কোনো সুযোগ তাদের নেই। একবার ট্রেন মিস হলে সারা জীবনের লালিত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটবে। সারা বছরের কঠোর পরিশ্রম আর ভালো প্রস্তুতি অকালে জলাঞ্জলি যাবে। তাই ভর্তি পরীক্ষার পুরোটা সময় শরীর সুস্থ থাকুক আর না থাকুক, মন সায় দিক আর না দিক, এক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরন্তর ছুটে চলতে হবে। যদিও আমরা যাঁরা ওই সব ভর্তি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষক, তাঁরা চাইলেই তাদের চলার পথ অনেক মসৃণ হতে পারত। তারা নিজ শহরে বসেই বাংলাদেশের যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারত।

নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে—সে বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে তা যেকোনো সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে পারে। আবারও রাজপথে লগি-বৈঠার উন্মত্ত তাণ্ডবে দুই দলের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। ওই রকম অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ায় ভর্তীচ্ছু এবং তাদের অভিভাবকদের যে শারীরিক ও মানসিক বিড়ম্বনায় পড়তে হবে, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নারীদের অধিকার নিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সচেতন নারী শিক্ষকরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক শোতে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সোচ্চার হন। কিন্তু ভর্তীচ্ছু ১৮-১৯ বছরের একজন মেয়েকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে গিয়ে কী বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, সে বিষয়টি নিয়ে তাঁদের কখনো কথা বলতে শুনিনি। যাদের দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই। একটির বেশি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণের টাকা জোগাড় করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, মেধার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হওয়ার দৃঢ় মনোবল থাকা সত্ত্বেও শুধু টাকার অভাবে তাদের

> ভর্তীচ্ছুদের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি। অনেকের বিবেচনায় সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষায় অনেক সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আমরা চাইলে ওই সমস্যাগুলোর সমাধান অসম্ভব নয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পড়া হয় না।

ভর্তীচ্ছুদের জন্য আমরা সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন না করতে পারলেও তারা যেন ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে বিড়ম্বনায় না পড়ে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে পারি। এ ক্ষেত্রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন সংগঠন : রোভার স্কাউট, রেঞ্জার, বিএনসিসি, গণমাধ্যমেরও কার্যকর ভূমিকা জরুরি। ভর্তীচ্ছুরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে আসা উচিত। এক সঙ্গে অনেক ভর্তি পরীক্ষার্থী ক্যাম্পাসে আগমন করাতে তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরিচিত জায়গায় যাওয়াতে এবং সাধারণত পরিচিতজন না থাকায় তাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। তাই ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর যেসব কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা হবে ওই কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত টয়লেটের ব্যবস্থা করা অবশ্যই জরুরি। আমাদের যোগাযোগমন্ত্রী নানা কারণে সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয় বাংলা সিনেমায় দেখা খল্লী 'ফাটা কেষ্ট' হয়ে উঠেছেন। যোগাযোগমন্ত্রীর কাছে ভর্তীচ্ছু পরিবহ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ট্রেনে ফ্রি যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনায় পড়তে হয় মোবাইল ফোন নিয়ে। যদিও ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা আছে, কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন নিয়ে আসবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মোবাইল ফোন ছাড়া একমুহূর্ত চলে না যে যুগে, সেখানে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন রেখে আসার সুযোগ একেবারেই নেই। কারণ অপরিচিত স্থানে ভর্তি পরীক্ষা শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে অভিভাবককে খুঁজে পেতে মোবাইল ফোনই একমাত্র ভরসা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত পরীক্ষার হলে মোবাইল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ কাজ করা কঠিন নয়; মোবাইল সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি হলে একজন করে অতিরিক্ত স্টাফ নিয়োগ দিলেই যথেষ্ট।

পরিশেষে ভর্তীচ্ছুদের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি। অনেকের বিবেচনায় সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষায় অনেক সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আমরা চাইলে ওই সমস্যাগুলোর সমাধান অসম্ভব নয়। সেশনজট ও নানা অনিয়মের কারণে বারবার পণমাধ্যমের শিরোনাম হওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি পারে, আমরা কেন পারব না? যুদ্ধে যাওয়ার আগেই রণভঙ্গ না দিয়ে এক বছর সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করতে তো আর দোষ নেই।

লেখক : শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
salah.sakender@gmail.com